যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন ভিসি কে হচ্ছেন?

যুগান্তর রিপোর্ট

কে হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য– এ নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। সরকারের বিভিন্ন মহল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,

ভিসি : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

ভিসি : নতুন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগের পর থেকে ওই পদটি শূন্য হয়। তবে তার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার আগেই বিএনপি ও জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে লবিং-গ্রুপিং।

প্রার্থী তালিকায় জোরালো অবস্থানে রয়েছেন মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এসএমএ ফয়েজ। তিনি বর্তমানে আমেরিকায় আছেন। উপাচার্যের পদত্যাগের খবর পেয়ে তিনি শিগগিরই দেশে আসছেন বলে জানা গেছে। সাবেক উপ-উপাচার্য বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও বর্তমানে বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদও উপাচার্যের দায়িত্ব পেতে আগ্রহী। গত ১৭ জুলাই সিনেট অধিবেশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের মধ্য থেকে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে ঢাবি'র ২৪তম উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। উপাচার্য প্যানেলের অপর দুই প্রার্থী বর্তমান উপ-উপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার (পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ) এবং সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানও উপাচার্য প্রার্থী। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক ইউসুফ হায়দারকে উপাচার্য করা হলে অধ্যাপক আসাদুজ্জামান উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব পেতে পারেন। উপাচার্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর একজন শিক্ষককে চার বছর মেয়াদের জন্য বা পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপাচার্য নিয়োগ দিতে পারেন। অথবা সিনেট অধিবেশনে তিনজনের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন শেষে তাদের একজনকে উপাচার্য করতে পারেন রাষ্ট্রপতি। অন্যদিকে প্রক্টর পদে নিয়োগদানের জন্য চৌকষ এবং সাদা দলের প্রতি অনুগত একজন দক্ষ প্রশাসনিক শিক্ষক খোঁজা হচ্ছে। পদত্যাগকারী উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর নিজের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসাবে ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি সম্ভবত ফিরে যাবেন না। তাকে কোন দেশের রাষ্ট্রদূত করা হতে পারে। সরকারের পক্ষ থেকে এমন আশ্বাস দেয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে ছাত্র আন্দোলনের মুখে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার পদত্যাগর পর তাকেও রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।